

পোকা পরিচিতি

বাংলাদেশে তিন ধরনের মাজরা পোকা ধানের ক্ষতি করে থাকে, যেমন:

- ▶ হলুদ মাজরা পোকা
- ▶ কালো মাথা মাজরা পোকা এবং
- ▶ গোলাপি মাজরা পোকা

এই পোকাগুলোর কীড়ার রঙ অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে। এদের আকৃতি ও জীবন বৃত্তান্তে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও ক্ষতির ধরন এবং দমন পদ্ধতি একই রকম। হলুদ মাজরা পোকা প্রধানত বেশি আক্রমণ করে বলে নিচে এই পোকায় বিবরণ দেয়া হল :



পুরুষ মথ



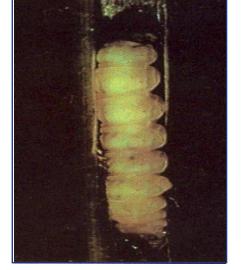
স্ত্রী মথ

পূর্ণবয়স্ক হলুদ মাজরা পোকা এক ধরনের মথ। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকায় পাখার উপরে দু'টো কালো ফোঁটা আছে। পুরুষ মথের পাখার মাঝখানের ফোঁটা দু'টো স্পষ্ট নয়। তবে পাখার পিছন দিকে ৭-৮ টা অস্পষ্ট ফোঁটা আছে।

হলুদ মাজরা পোকায় স্ত্রী মথ ধান গাছের পাতার আগার দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়ার রঙ সাদাটে হলুদ। কীড়াগুলো কাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহে পুত্তলিতে পরিণত হয়। তবে শীতকালে কীড়ার স্থিতিকাল ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। পুত্তলিগুলো এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পোকায় পরিণত হয় এবং কাণ্ডের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে।



ডিম



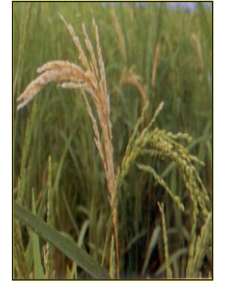
কীড়া

ক্ষতি

মাজরা পোকায় কীড়া ধান গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। সদ্য ফোঁটা কীড়াগুলো দু-চার দিন পাতার খোলার ভিতরের অংশ খাওয়ার পর ধান গাছের কাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। কাণ্ডের ভিতরে থেকে খাওয়ার সময় এক পর্যায়ে মাঝ খানের ডিগ কেটে ফেলে। ফলে মরা ডিগের সৃষ্টি হয়। গাছের শিষ আসার আগে এরকম ক্ষতি হলে তাকে 'মরা ডিগ' বলে। আর গাছে খোর হওয়ার পর বা শিষ আসার সময় ডিগ কাটলে শিষ মারা যায় বলে একে মরা শিষ বলে। মরা শিষ-এর ধান চিটা হয় এবং শিষটা সাদা হয়ে যায়। বোরো, আউশ এবং আমন এই তিন মৌসুমেই এই পোকায় আক্রমণ দেখা যায়।



মরা ডিগ



সাদা শিষ

দমন ব্যবস্থাপনা

- ▶ মাজরা পোকায় ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা
- ▶ ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকা থেকে পাখির সাহায্যে পোকায় সংখ্যা কমানো যায়
- ▶ সন্ধ্যার সময় আলোকফাঁদে সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা
- ▶ আমন ধান কাটার পর নাড়া চাষ বা পুড়িয়ে দিয়ে মাজরা পোকায় ৮০% কীড়া ও পুত্তলি নষ্ট করা যায়
- ▶ সহনশীল ধানের জাত চাষ করা যেমন, বিআর১, বিআর১০, বিআর১১, বিআর২২
- ▶ উপযুক্ত উপায়ে দমন করা সম্ভব না হলে কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করতে হবে (প্রতি বর্গমিটারে ২-৩টি স্ত্রী মথ বা ডিমের গাদা, অথবা গাছ মাঝ কুশি অবস্থায় (রোপণের ৪০ দিন পর থেকে খোড় আসা পর্যন্ত ১০-১৫% মরা ডিগ অথবা ৫% মরা শিষ দেখা গেলে)। তবে ক্ষেতে পরজীবী পোকায় সংখ্যা বেশি হলে কীটনাশক ব্যবহার না করলেও চলে।

